গোখলে মেমোরিয়াল গার্লস্' কলেজ

বাংলা বিভাগ

সেমেস্টার- ৪

- নাম : সুচেতনা সেনগুপ্ত
- রোল নম্বর : 20/BAH/0173
- বিশ্ববিদ্যালয় রোল নম্বর : 202013-11-0157
- বিশ্ববিদ্যালয় রেজিস্ট্রেশন নম্বর : 013-1211-0313-20
- মডিউল : ১
- বিষয় : জ্ঞানদাসের 'রূপানুরাগ' পর্যায়ের পদের সঙ্গে চণ্ডীদাসের 'প্রেমবৈচিত্ত্য' পর্যায়ের পদের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য।
- তারিখ : ১৮/০৪/২২

Gokhale Memorial Girls' College Kolkata

Authenticated.

Principal
Gokhale Memorial Girls' College

27 FEB 2023

গোখলে মেমোরিয়াল গার্লস

কলেজ

নাম: পিয়াসা দে

রোল নং : 20/BAH/0241

বিশ্ববিদ্যালয় রেজিস্ট্রেশন নং : 013-1211-0086-20

বিশ্ববিদ্যালয় রোল নং : 202013-11-0068

বিষয় : বাংলা প্রজেক্ট

DSE : A   সেমিস্টার : ২

সেমেস্টার : ৬ (২০২২ - ২০২৩)

শিক্ষিকার নাম: ড. বল্লরী রায় চৌধুরী

তারিখ : ০৬ . ১২ . ২০২২

Gokhale Memorial Girls' College Kolkata

Authenticated
Principal
Gokhale Memorial Girls' College
27 FEB 2023

ঊনিশ শতকের ব্রিটিশ শাসনে বঙ্গদেশে শিক্ষা ও সমাজ পরিবর্তনের মূল লক্ষ্য কী ছিল? কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ আইন, সমিতি ও পত্রিকার উল্লেখ করে শিক্ষা ও সমাজের সামগ্রিক পরিবর্তনের সূত্রগুলো জানাও।

→ <u>ঊনিশ শতকের পাশ্চাত্য শিক্ষা</u>:-

ভারতবর্ষে কোম্পানির শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ভারতীয়দের শিক্ষা প্রসারের জন্য ইংরেজ শাসকেরা প্রথম দিকে খুব একটা আগ্রহ প্রকাশ করেননি. পরে ১৮১৩ খ্রিষ্টাব্দে সনদ আইনে ভারতীয়দের শিক্ষার জন্য এক লক্ষ টাকা খরচ হলো ইংরেজ সরকার নড়েচড়ে বসে. ইংরেজি শিক্ষার প্রসারের জন্য প্রথম উদ্যোগ নেয় খ্রিস্টান যাজকরা. তাদের উদ্দেশ্য ছিল খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বী মানুষের সংখ্যা বাড়ানো, অন্যদিকে ভারতীয়রা ভেবেছিল পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসার হলে ভারতবাসী আধুনিকভাবে চিন্তা ভাবনা করতে সক্ষম হবে. বিশেষ করে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা কুসংস্কার জাতপাতের বিভেদ. উঁচু নিচু বৈষম্য এগুলো দূর হবে. ভারতীয়দের মধ্যে রাজা রামমোহন রায় পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসারে সমর্থন করেছিলেন, পরবর্তীকালে ১৮৩৫ খ্রিষ্টাব্দে ৭ ই মার্চ উইলিয়াম বেন্টিং-র আইন সচিব ও শিক্ষা বিভাগের প্রধান টমাস ব্যাবিংটন মেকলে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসারে জোরালো সওয়াল করে যে প্রতিবেদন পেশ করেন তাকে বলা হয় মেকলে মিনিট এবং এরজন্যই ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রবর্তন ঘটে,

জোড়াসাঁকো, আমড়াতলায় দুটি ইংরেজি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন শেরবোর্ন ও মার্টিন বোলস নামে দুই ব্যক্তি, এই প্রতিষ্ঠান দুটির ছাত্র ছিলেন দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রামগোপাল ঘোষ, মতিলাল শীল ইত্যাদি মানুষেরা, ডেভিড ড্রামন্ডের ধর্মতলা একাডেমীতে একটা পাঠক্রম অনুসরণ

Gokhale Memorial Girls' College Kolkata

Authenticated.
Principal
Gokhale Memorial Girls' College
27 FEB 2023

• জ্ঞানদাসের রূপানুরাগের পদের আর চণ্ডীদাসের প্রেমবৈচিত্ত্য পদের আদর্শ ও বিশেষত্বকে কেন্দ্র করে তোমার নিজস্ব মতামত ব্যক্ত কর।

→ বৈষ্ণব পদাবলীতে মূলত রাধা-কৃষ্ণ-এর প্রণয়লীলাকে কেন্দ্র করে পদ সৃষ্টি করেছেন পদকর্তারা। এই গীতি কাব্যের মূল উপজীব্য রাধা-কৃষ্ণের প্রেম। পদকারেরা ছিলেন পূর্ববর্তী বা ছিলেন পরবর্তী সময়ে এই পদগুলিকে বেশ কয়েকটি পর্যায়ে ভাগ করেছেন, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল - 'প্রেমবৈচিত্ত্য' ও 'রূপানুরাগ'।

শ্রীরূপ গোস্বামী তাঁর 'উজ্জ্বল নীলমণি' গ্রন্থে 'প্রেমবৈচিত্ত্য' বোঝাতে বলেছেন -

"প্রিয়স্য সন্নিকর্ষেহপি প্রেমোৎকর্ষ স্বভাবতঃ।
যা বিশ্লেষধিয়ার্তিস্তং প্রেমবৈচিত্ত্যমুচ্যতে।"

এর অর্থ হল প্রেমের উৎকর্ষ বশত প্রিয়ের সান্নিধ্যে থেকেও বিচ্ছেদ ভয়ে যে বেদনার উপলব্ধি তার নাম প্রেমবৈচিত্ত্য। প্রেমবৈচিত্ত্যের মূল কথা প্রেমের প্রতি উৎকর্ষ এবং প্রেমের উৎকর্ষের জন্য আক্ষেপ। হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এই আক্ষেপকে ব্যথা দিয়েছেন - 'প্রিয়তমের কথনি না পাইলে ক্ষণমাত্রকে যুগ বলিয়া মনে হয়, এই তো মনে হয়। মিলনের দীর্ঘ সময়কে পল বলিয়া মনে হয়, এমনই ফুরাইয়া গেল।'

'রূপানুরাগ' হল ~~পূর্বরাগ~~ অনুরাগ পর্যায়ের একটি উপ. পর্যায় বা ভাগ।

Authenticated.
Principal
Gokhale Memorial Girls' College
Gokhale Memorial Girls' College Kolkata
27 FEB 2023

CC11

2022

- নাম- সুচেতনা সেনগুপ্ত
- রোল- 20/BAH/0173
- বিশ্ববিদ্যালয় রোল – 202013-11-0157
- বিশ্ববিদ্যালয় রেজিস্ট্রেশন — 013-1211-0313-20
- সেমেস্টার – ৫
- শিক্ষিকার নাম – ড: বল্লরী রায় চৌধুরী

Gokhale Memorial Girls' College Kolkata

Authenticated.
Principal
Gokhale Memorial Girls' College

27 FEB 2023

• মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসের উদাহরণ দিয়ে এর মৌলিক বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর।

→ যে উপন্যাসে লেখক প্লট বা আখ্যানভাগের চাইতে অনেক বেশি নজর দেন চরিত্রের মনন, মন, সংঘাত ও মানসিকতাকে প্রতীক - সংকেত - অনুষঙ্গের এক ইঙ্গিতময় ভাষায় ফুটিয়ে তুলতে, যে উপন্যাসে চরিত্রের অন্তর্জীবন, মনের বিচিত্র গতিপ্রকৃতি, কাহিনির প্রথাগত কালানুক্রম লঙ্ঘন করে এক অন্তর্মুখী পরিবেশ রচনা করে, সেই উপন্যাসকে সাধারণভাবে মনস্তত্ত্বমূলক উপন্যাস বলা হয়।

• মনের ভাবনা-চিন্তাকে প্রকাশ করতে গিয়ে লেখকরা আশ্রয় করেন নতুন নতুন কৌশলের উদ্ভব। ডেভিড ডেইচেস জানিয়েছেন — 'The Presentation of the stream of consciousness, the use of interior monalogue. the details traking of the treatise association of ideas, and all style were the chief weapons of the novelist to right foram within the mind of his characters.'

মনের চেতনা তরঙ্গপ্রবাহের মতো প্রবাহিত হয়ে অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎকে একসূত্রে গ্রথিত করে। মনের এই বিচিত্র গতিপ্রবাহের স্বরূপতেই মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসে আশ্রয় করা হয় - interior monologue, free association flash back ইত্যাদি কলাকৌশলের।

Gokhale Memorial Girls' College Kolkata
Authenticated.
Principal
Gokhale Memorial Girls' College
27 FEB 2023

(5)

- শ্রুতেলা সেনগুপ্ত
- রোল – 20/BAH/0173
- বিশ্ববিদ্যালয় রোল – 202013-11-0157
- বিশ্ববিদ্যালয় রেজিস্ট্রেশন নং – 013-1211-0313-20
- সেমেস্টার – ৫
- শিক্ষিকা – অমলা সরকার
- তারিখ – ২৩.০৯.২০২২

Gokhale Memorial Girls' College Kolkata ★

Authenticated.
[signature]
Principal
Gokhale Memorial Girls' College
27 FEB 2023

• 'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ' প্রহসনে যে রক্ষণশীল সমাজের পরিচয় পাওয়া যায় তা আলোচনা কর।

→ ঊনবিংশ শতাব্দী বাঙালীর জীবনে রেনেসাঁসের আদ্যলগ্নে যে নবজাগরণের সূচনা হয়, বাঙালীমানস তাকে একটি নৈতিক বিশুদ্ধির দিক থেকে দেখেছিল। অর্থাৎ জাতির এই উত্থানকে পবিত্র ও বিশুদ্ধ এক কর্মকাণ্ড যেন দেখা হচ্ছিল। সেই এক সময়ে স্বয়ং মাইকেল didactic বা নীতিমূলক কবিতা লিখেছেন; এই নীতিবোধের মধ্যে ছিল বাঙালি জাতির Ethos, যাকে বলে Ethology অর্থাৎ চরিত্রগঠন বিজ্ঞান, সেটি এই সময় নীতিকবিতার মধ্যে বিশেষভাবে বিকশিত হয়েছিল। এই নীতিকবিতার সাথে সাথেই বাংলা গদ্যেও এক নতুন রীতি-ভঙ্গিমার সূচনা হয়। গদ্য বা কবিতায় প্রবাদ-প্রবচন রচনার ধারা প্রবর্তিত হয়, নাটকে এবং কথাসাহিত্যেও তেমনই প্রবাদ-প্রবচনমূলক উক্তি রচনার প্রবণতার সৃষ্টি হয়। এই লক্ষ্যেই বাংলা সাহিত্যে 'প্রহসন' একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে ওঠে যার আভিধানিক অর্থ ~~হাস্য~~ - প্রকৃষ্ট রূপে হসন, অতিহাস্য, পরিহাস এবং নাট্যকাব্যে যার অর্থ হল কোনো কল্পিত ও নিন্দনীয় বিষয়ের রচনা।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রথম বাংলা সাহিত্যে 'প্রহসন' রচনা করলেন — 'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ' এবং 'একেই কি বলে সভ্যতা?' তিনি তাঁর রচনাগুলির মধ্যে তৎকালীন সমাজচিত্রকে সুনিপুণভাবে তুলে ধরে ছিলেন। জমিদারের কর আদায় থেকে শুরু করে নিতে ইংরাজি হিন্দুদের তিনি খুব সুন্দর করে তুলে ধরেছিলেন।

Gokhale Memorial Girls' College Kolkata
Authenticated.
Principal
Gokhale Memorial Girls' College
27 FEB 2023

নাম- ঈশিকা বাড়ুই
কলেজ রোল :- 20/BAH/0159
বিশ্ববিদ্যালয় রেজিস্ট্রেশন :- 013-1211-0038-20
বিশ্ববিদ্যালয় রোল :- 202013-11-0031
সেমিস্টার : পঞ্চম
মডিউল : ২
BNG-A-CC-5-12-TH-TU
Date: 23.09.2022

Gokhale Memorial Girls' College Kolkata
Authenticated.
Principal
Gokhale Memorial Girls' College
27 FEB 2023

'বুড় শালিকের ঘাড়ে রোঁ' প্রহসনে যে রক্ষণশীল সমাজের পরিচয় পাওয়া যায় তা আলোচনা করো।

মাইকেল মধুসূদন দত্তের ছিল দ্রুত কেরামতী ও বৈচিত্র্য পিয়াসি অসাধারণ সৃষ্টি প্রতিভা, 'ব্রজাঙ্গনা', 'মেঘনাদ বধ কাব্য' ও 'কৃষ্ণকুমারি' নাটক রচনার সমকালে তিনি 'একেই কি বলে সভ্যতা' এবং 'বুড় শালিকের ঘাড়ে রোঁ' প্রহসন দুটি রচনা করেন, প্রথম তিনটি গ্রন্থ বিরহ ও দুঃখ বেদনার চিত্র, আর পরের দুটি প্রহসন সামাজিক ব্যঙ্গের প্রস্রবণ,

'বুড় শালিকের ঘাড়ে রোঁ' প্রহসনটির পটভূমি ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ, এই সময় ভারতের ইতিহাসে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে, এর মধ্যে অন্যতম হল মহারানি ভিক্টোরিয়া কর্তৃক ভারতবর্ষের শাসন ভার ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাছ থেকে নিজের হাতে তুলে নেওয়া, আর তার পরই কলকাতা সমগ্র ভারতবর্ষের রাজধানী রূপে স্বীকৃতি লাভ করে, ফলে প্রশাসনিক কাজকর্ম, ব্যবসা বাণিজ্য, অর্থনৈতিক কাজকর্ম শিক্ষা, সংস্কৃতি সকল দিক থেকেই কলকাতার গুরুত্ব বৃদ্ধি পায় এবং নতুন সংস্কৃতির ধারা প্রবাহিত হতে থাকে এই শহরে। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবের ফলে কলকাতা শহরে পাশ্চাত্য সংস্কৃতি কেন্দ্রীক এক গোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটে, অপরপক্ষে গ্রামাঞ্চলে রীতিনীতি রক্ষণশীল সমাজ ব্যবস্থার দাপটই কায়েম থাকে। খুব স্বাভাবিক ভাবে এই দুই বিপরীত ধর্মী সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে সংঘাত সৃষ্টি হয়,

মাইকেল মধুসূদন দত্ত তাঁর 'বুড় শালিকের ঘাড়ে রোঁ' প্রহসনটিতে সমাজের এই দুই বিপরীতমুখী অবস্থানকে এবং তার মধ্যেকার দ্বন্দ্বকে অত্যন্ত নিপুনভাবে চিত্রিত করেছেন হাস্যরসের মোড়কে। প্রহসনটি মূলত গ্রাম কেন্দ্রীক। লোলচর্ম বৃদ্ধ ভক্তপ্রসাদ অত্যন্ত কৃপণ ও অর্থগৃধ্নু। দুঃস্থ প্রজাদের বাকি খাজনার কানাকড়িও ছাড়তে রাজি নন তিনি, মুখে তার সর্বদা ঈশ্বর নাম বিরাজ করলেও প্রকৃত জীবনে তিনি অত্যন্ত দুশ্চরিত্র এবং অত্যাচারী, ভক্তপ্রসাদের হাতের জপের মালা রক্ষণশীল চিন্তনের পরিচায়ক হলেও সেই ভেক খসে পড়ে যখন হানিফের যুবতি স্ত্রী-এর রূপের বর্ণনা শুনে তার চোখ লোভে চকচক করে ওঠে। নারী সংক্রান্ত ভোগের ক্ষেত্রেও যখন ভক্তপ্রসাদ হানিফের স্ত্রীকে ভোগ করার লোভে বলেন —

27 FEB 2023
Gokhale Memorial Girls' College Kolkata
Authenticated
Principal
Gokhale Memorial Girls' College

গোখলে মেমোরিয়াল গার্লস কলেজ

নাম : রিয়া রায়

কলেজ রোল : 20/BAH/0157

বিশ্ববিদ্যালয় রেজিস্ট্রেশন : 013-1211-0094-20

বিশ্ববিদ্যালয় রোল : 202013-11-0075

সেমেস্টার : 4 (2020-2021)

BNG-A-CC-4-8-TH-TU

মডিউল-১ : বৈষ্ণব পদাবলী

Under The Guidance Of

Dr. Ballari Ray Chaudhury

Gokhale Memorial Girls' College
Kolkata

Authenticated.

Principal
Gokhale Memorial Girls' College

27 FEB 2023

• জ্ঞানদাসের রূপানুরাগের পদের সঙ্গে চণ্ডীদাসের প্রেমবৈচিত্ত্যের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যকে বিশ্লেষণ করে তোমার নিজস্ব মন্তব্য ব্যক্ত করো।

Authenticated
27 FEB 2023
Principal
Gokhale Memorial Girls' College

বৈষ্ণব পদাবলি সাহিত্যের ইতিহাসে জ্ঞানদাস ও চণ্ডীদাস উভয়েই শ্রেষ্ঠ কবি ব্যক্তিত্ব। একজন চৈতন্যপূর্ববর্তী আর একজন চৈতন্যপরবর্তী। ভাবে, ভাষায়, প্রকাশরীতিতে উভয়ের কবিতায় মিল থাকায় সমালোচকেরা জ্ঞানদাসকে চণ্ডীদাসের ভাবশিষ্য বলে অভিহিত করেন। প্রেমের আত্মনিবেদনে উভয় কবিই মানবজীবনের সীমা ছাড়িয়ে ভাবাদর্শের ঊর্ধ্বলোকে বিচরণ করেছেন।

জ্ঞানদাসকে "চণ্ডীদাসের ভাবশিষ্য" বলার প্রধান কারণ হল —

(ক) চণ্ডীদাস ও জ্ঞানদাস উভয়েই ব্রজবুলি ভাষা ছেড়ে বাংলা ভাষায় সহজ, সরল অনাড়ম্বরভাবে পদ রচনা করেছেন।

(খ) চণ্ডীদাসের মতো জ্ঞানদাসও প্রেমের কবি, দুঃখের কবি, সহজ ভাষায় সহজ ভাবের কবি।

(গ) চণ্ডীদাস পূর্বরাগ, আক্ষেপানুরাগ, নিবেদন, মান প্রভৃতি যে যে পর্যায়ে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন, জ্ঞানদাসও সেই সেই পর্যায়েই কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।

(ঘ) অনুভূতির প্রগাঢ়তা ও ভাবের গভীরতায় চণ্ডীদাস ও জ্ঞানদাস উভয়েই শ্রেষ্ঠ।

(ঙ) চণ্ডীদাস ও জ্ঞানদাস উভয়েই স্বভাবসিদ্ধ ভাবতন্ময় কবি।

(চ) রাধার অতৃপ্ত প্রেম বাসনা, প্রেমের তীব্র দহন জ্বালা, প্রিয়র সাথে মিলনের ব্যাকুলতা চণ্ডীদাসের মতো সমানভাবে জ্ঞানদাসেও মেলে। এছাড়া ভাব-ভাষা, ছন্দ-অনুভূতি ইত্যাদির বিশ্লেষণ করে জ্ঞানদাস চণ্ডীদাসের ভাবশিষ্য বলেই পরিচিত। তবুও উভয়ের মধ্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে।

বস্তুত চণ্ডীদাসে দেখা যায় শুধুমাত্র শ্রীরাধিকার রূপবর্ণনা, তার প্রেম স্বরূপের বর্ণনা। কিন্তু জ্ঞানদাস শ্রীরাধিকার থেকেও বেশি করে কৃষ্ণকে প্রাধান্য দিয়েছেন। তাঁর কবিতায় কৃষ্ণের রূপবর্ণনা অধিক গুরুত্ব পেয়েছে। চণ্ডীদাস তাঁর রাধাকে আবেগের প্রতিমূর্তি করে নির্মাণ করেছিলেন। যার কাছে দেহের আকর্ষণের থেকে ভাবতন্ময়তা অধিক প্রাধান্য পেয়েছে। সেখানে জ্ঞানদাসের রাধা কৃষ্ণের রূপে আত্মহারা হয়ে শরীর মনের সাথে একাকার হয়ে গিয়েছে। রাধার চোখে নায়ক কৃষ্ণের দেহে সৌন্দর্যের অনুপম তরঙ্গ। অনুভূতির গভীরতায় যেখানে চণ্ডীদাসের পদ প্রকাশিত, সেখানে জ্ঞানদাস অনুভূতিকে রোমান্টিকতার বাতাবরণে লৌকিক জীবনরসে অভিব্যঞ্জিত করে তুলেছেন। চৈতন্যপূর্ববর্তী কবি